জনকণ্ঠ

তারিখ 30 OCT 2002
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণীর পাঠ্যবই প্রকাশে বিলম্বের আশঙ্কা

প্রচ্ছদ পরিবর্তন নিয়ে। বিরোধ

স্টাফ রিপোর্টার ॥ ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণীর বইয়ের প্রচ্ছদ পরিবর্তন নিয়ে প্রকাশকদের মধ্যে বিরোধ তুঙ্গে উঠেছে। কিছু প্রকাশক চাচ্ছেন চলতি বছর বইয়ের যে প্রচ্ছদ ছিল তা বহাল রাখতে। আবার বেশিরভাগ প্রকাশকই চাচ্ছেন নকল ও ক্ষতিগ্রস্ত এড়াতে ২০০৩ সালের বইয়ের কভার পরিবর্তন করা হোক। শিক্ষা মন্ত্রণালয় বলেছে, নকল রোধ ছাড়াও সরকারের নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বইয়ের প্রচ্ছদ অবশ্যই পরিবর্তন করতে হবে; কারণ মন্ত্রণালয় মাধ্যমিকের ৬০টি বইয়ের শেষ পৃষ্ঠায় নীতিবাক্য লেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যেটি চলতি বছরের বইয়ে লেখা নেই। তাছাড়া বেশকিছু বইয়ে সংশোধন ও সংযোজন রয়েছে।

জানা যায়, এ বছর মাধ্যমিক স্তরে প্রথম দফায় এক কোটি ২৫ লাখ বই ছাপা হবে। এসব বই ছাপার জন্য প্রকাশকদের কাছ থেকে সম্মতিপত্র জমা নেয়া হয়েছে। পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ওয়ার্ক অর্ডার দেবার আগেভাগে কিছু প্রকাশক দাবি তুলছেন যে, বইয়ের প্রচ্ছদ পরিবর্তন করা যাবে না। কারণ তাঁদের কাছে চলতি বছরের বইয়ের মজুদ রয়েছে। যে কারণে তাঁরা কমসংখ্যক বই ছাপার সম্মতিপত্র দিয়েছেন। অন্যদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রকাশক বলছেন, যেহেতু ২০০৩ সালের বইয়ে সংশোধন ও সংযোজন আছে এবং প্রতিটি বইয়ে নীতিবাক্য লেখার সিদ্ধান্ত হয়েছে সেহেতু বইয়ের কভার পরিবর্তন করা উচিত। তাছাড়া কভার পরিবর্তন না করলে বাজারে নকল বই আসার সুযোগ থেকেই যাবে এবং এতে যেসব প্রকাশক বেশি বই ছাপার সম্মতি দিয়েছেন তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। প্রকাশকদের এই বিরোধের কারণে বই প্রকাশে বিলম্বের আশঙ্কা করা হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানায়, কারও ব্যবসায়িক ক্ষতির জন্য শিক্ষার্থীর ক্ষতি হতে দেয়া হবে না। যেহেতু বইয়ে ছাপল পালনসহ বিভিন্ন বিষয় সংযোজন ও সংশোধন করা হবে এবং প্রতিটি বইয়ে নীতিবাক্য থাকবে; সেহেতু বইয়ের কভারও পরিবর্তন হবে। এদিকে নিয়ম অনুযায়ী নকল ঠেকাতে প্রতিবছর নতুন বইয়ের প্রচ্ছদ পরিবর্তন হয় এবং নিরাপত্তা কাগজ দেয়া হয়। এর ফলে পুরনো বই বিক্রির সুযোগ থাকে না; এছাড়া প্রচ্ছদ পরিবর্তন না করলে পুরনো প্লেট ও সংগ্রহে রাখা কাগজ দিয়ে অসাধু প্রকাশক বই ছেপে বিক্রি করতে পারে। কিন্তু কিছু প্রকাশক চাচ্ছেন এ বছর যাতে বইয়ের প্রচ্ছদ পরিবর্তন না হয়। এর ফলে বাজারে পুরনো ও নকল বই আসার সুযোগ সৃষ্টি হবে। এতে বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে শিক্ষার্থীরা।

মাধ্যমিকের বই নিয়ে এই জটিল অবস্থা সৃষ্টি হলেও প্রাথমিকের বই ছাপার কাজ চলছে সুষ্ঠুভাবে। এ বছর প্রাথমিকের ৫ কোটি ৫২ লাখ বই ছাপা হবে। ইতোমধ্যে ৭৬ লাখ বই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পৌঁছে গেছে। তাছাড়া প্রাথমিকের শতকরা ৫১ ভাগ বইয়ের ছাপার কাজ শেষ হয়েছে।